34784 - ঈদের নামাযে ইমাম তাকবীর দেয় কেন?

প্রশ্ন

দুই ঈদের নামাযের প্রত্যেকটিতে সূরা ফাতিহা পড়ার আগে ১২ টি করে তাকবীর দেয়া সুন্নত কেন? এর উপকারিতা কী? পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযে না করে ঈদের নামাযে এ তাকবীর বলার অর্থ কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইবাদতের বিধানগুলোর ক্ষেত্রে মূলনীতি হল– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দেয়া বিধানের গণ্ডিতে থেমে যাওয়া (তাওক্বীফ)। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে ইবাদত করা। হোক না আমরা এর হেকমত বা গূঢ় রহস্য জানতে পারি কিংবা না জানি। বিশেষতঃ নামায-রোযা-হজ্জ এর পদ্ধতির ক্ষেত্রে। এতে যুক্তির কোন স্থান নেই। এ ধরণের একটি বিষয় হচ্ছে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বিধান দিয়েছেন যে, দুই ঈদের নামাযের প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরিমার পরে সূরা ফাতিহার আগে ৬ তাকবীর কিংবা ৭ তাকবীর বলা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার আগে ৫ তাকবীর বলা; পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে এ বিধান দেননি।

তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দেয়া বিধানের প্রতি ঈমান আনব, সেটার প্রতি আত্মসমর্পণ করব। শুনব এবং মানব। কেননা এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে- আনুগত্য করা; কারণ ব্যাখ্যা নয়।

ইবাদত, ইবাদতের প্রকারভেদ ও পদ্ধতি ইত্যাদি যেগুলো আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত বিষয় সেগুলোতে কোন বান্দার অনধিকার চর্চা করার সুযোগ নেই। আল্লাহ্ কারো জিজ্ঞাসাবাদের পাত্র নন যে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: ‘কেন এমন বিধান দেয়া হল’, ‘কেন এমনটা দেয়া হল না’, কিংবা ‘এ বিধান দেয়ার উপকারিতা কী’? বরং বান্দার কর্তব্য হচ্ছে– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যে বিধান জারী করেছেন সেটা জানা ও আমল করা। এরপর যদি কোন হেকমত জানা যায়, আলহামদুলিল্লাহ্। না জানলেও বান্দা আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করবে, আনুগত্য করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ্ তাআলা কোন গূঢ় রহস্যের কারণে ও বান্দাদের কল্যাণার্থে বিধান দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ্ তাঁর কথা, কাজ, বিধান প্রদান ও তাকদীর নির্ধারণে প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী। তিনি বলেন: “নিশ্চয় আপনার রব্ব হাকীম (প্রজ্ঞাবান) ও আলীম (জ্ঞানী)।[সূরা আনআম, আয়াত: ৮৩]

আমরা যা উল্লেখ করেছি তার প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ্‌র এ বাণীতে: “তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রয়েছে

অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ২১] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে এ বাণীতে: “তোমরা আমাকে যভোবে নামায পড়তে দেখে সভোবে নামায পড়।”[সহহি বুখারী] এবং বিদায় হজ্জকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে এ বাণীতে: “তোমরা আমার কাছ থকেে তোমোদরে হজ্জরে অনুষ্ঠানাদি শিখি নাও।”[সহহি মুসলমি (৩৭৮)]

আল্লাহ্ই উত্তম তাওফকিদাতা।